

সোডিয়াম - ০২

অধ্যায় - ০৩

৪ টি মৌলের নিউট্রন সংখ্যার হিসাব -

দেওয়া আছে,

Na (11), ভরসংখ্যা - 23

P (15), ভরসংখ্যা - 31

K (19), ভরসংখ্যা - 40

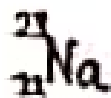
Cu (29), ভরসংখ্যা - 63

আমরা জানি,

কোনো মৌলের ভরসংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা বিয়োগ করলে নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যায়।

নিচে ৪ টি মৌলের নিউট্রন সংখ্যার হিসাব দেওয়া হলো :

\* Na (সোডিয়াম)

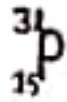


প্রোটন সংখ্যা,  $Z = 11$

ভর সংখ্যা,  $A = 23$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নিউট্রন সংখ্যা} &= \text{ভর সংখ্যা (A)} - \text{প্রোটন সংখ্যা (Z)} \\ &= 23 - 11 \\ &= 12 \end{aligned}$$

\* P (ফসফরাস)



প্রোটন সংখ্যা,  $Z = 15$

ভর সংখ্যা,  $A = 31$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নিউট্রন সংখ্যা} &= \text{ভর সংখ্যা (A)} - \text{প্রোটন সংখ্যা (Z)} \\ &= 31 - 15 \\ &= 16 \end{aligned}$$

\* K (পটাশিয়াম)

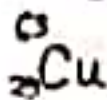


প্রোটন সংখ্যা,  $Z = 19$

ভর সংখ্যা,  $A = 40$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নিউট্রন সংখ্যা} &= \text{ভর সংখ্যা (A)} - \text{প্রোটন সংখ্যা (Z)} \\ &= 40 - 19 \\ &= 21 \end{aligned}$$

\* Cu (কপার)



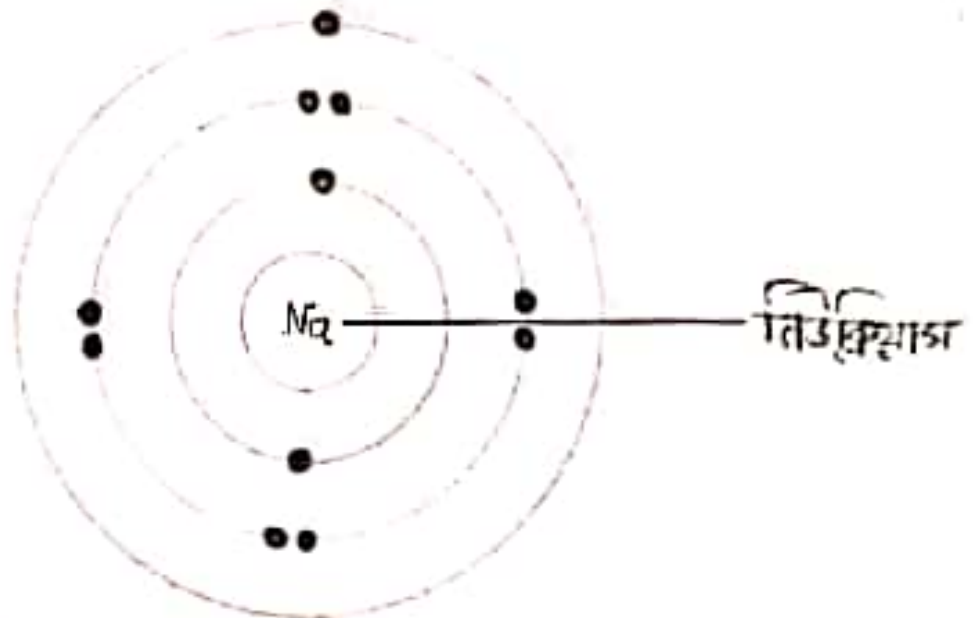
প্রোটন সংখ্যা,  $Z = 29$

ভর সংখ্যা,  $A = 63$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নিউট্রন সংখ্যা} &= \text{ভর সংখ্যা (A)} - \text{প্রোটন সংখ্যা (Z)} \\ &= 63 - 29 \\ &= 34 \end{aligned}$$

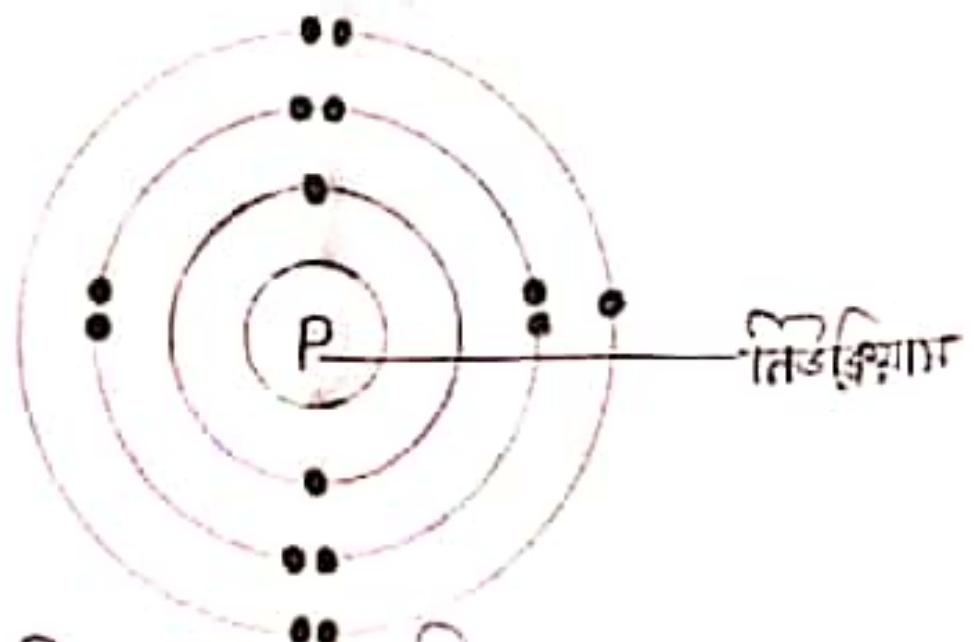
କ୍ଷେତ୍ର ବୋର ଅଣୁର ଉତ୍ତରାରେ ଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାମାପୁର ଗଠନର ଚିତ୍ର -

\* Na (ସୋଡ଼ିୟମ) ଏବଂ ଗଠନ ଚିତ୍ର :



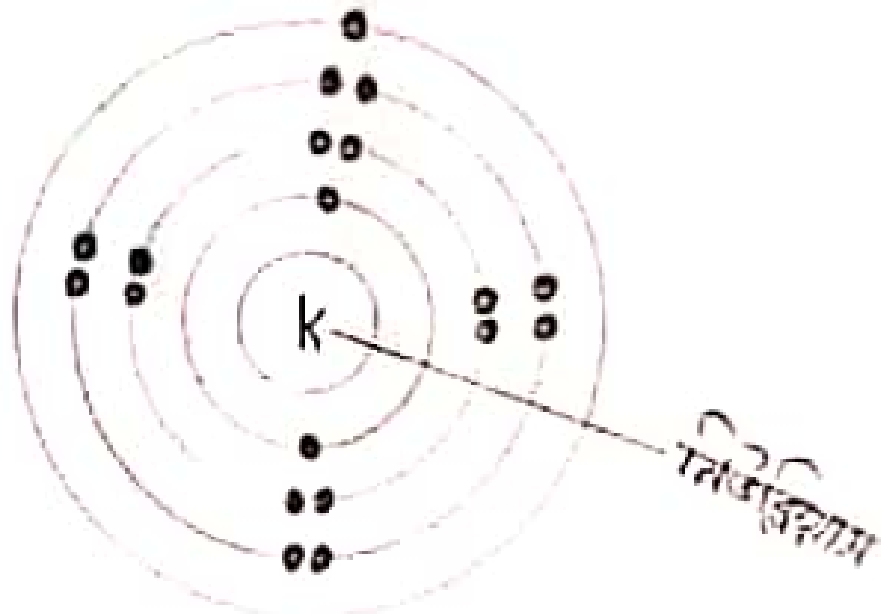
ଚିତ୍ର: Na ଏବଂ ଗଠନ ଚିତ୍ର ।

\* P (ଫସ୍ଫରସ୍) ଏବଂ ଗଠନ ଚିତ୍ର :



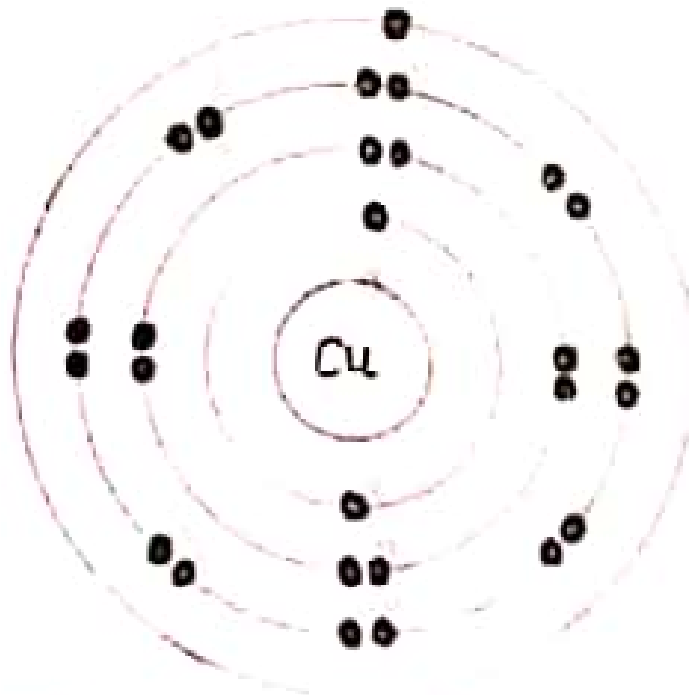
ଚିତ୍ର: P ଏବଂ ଗଠନ ଚିତ୍ର ।

\* K (पोटाशिया) को अणु चित्र :



चित्र: K को अणु चित्र ।

\* Cu (कपास) को अणु चित्र :



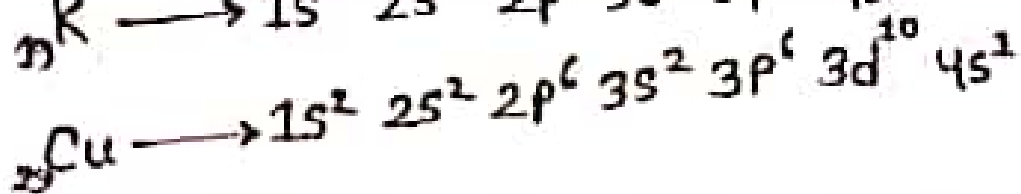
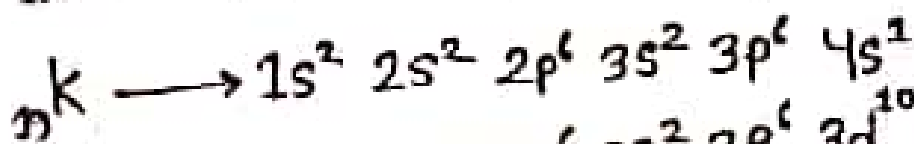
चित्र: Cu को अणु चित्र

ক) সোডিয়াম (Na), ফসফরাস (P), পটাশিয়াম (K) এবং  
কপার (Cu) পরমাণুর বাহ্যিক স্তরে ইলেকট্রন বিতরণ নিম্নলিখিত:

পারমাণবিক সংখ্যা	তত্ত্ব	K	L	M	N
11	Na	2	8	1	
15	P	2	8	5	
19	K	2	8	8	1
29	Cu	2	8	18	1

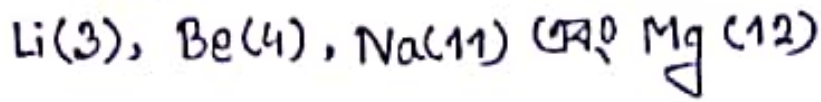
ক) উপবাহ্যিক স্তরে (অধঃবিভাজন স্তরে) ইলেকট্রন বিতরণ-

\* যথাশক্তি সোডিয়াম (Na), ফসফরাস (P), পটাশিয়াম (K)  
এবং কপার (Cu) পরমাণুর উপবাহ্যিক স্তরে (অধঃবিভাজন স্তরে)  
ইলেকট্রন বিতরণ নিম্নরূপ:



\* ইলেক্ট্রন বিন্যাস করে মৌল চারটির পর্যায় সারণিতে গ্রুপ নির্ণয় করা হলো:—

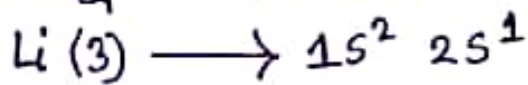
উদাহরণে উল্লেখিত মৌল চারটি যথাক্রমে:—



এখন,

Li এর গ্রুপ নির্ণয়:—

Li এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস হলো—



1

আমরা জানি,

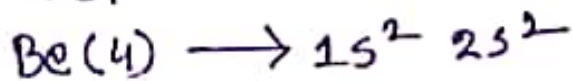
কোনো মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রবীণ কক্ষি-স্তরে যদি ক্ষুদ্র s অরবিটাল থাকে তবে ঐ s অরবিটাল এর মোট ইলেক্ট্রন সংখ্যাই ঐ মৌলের গ্রুপ নম্বর।

এখানে, Li এর সর্বশেষ কক্ষি-স্তরের s অরবিটালে 1 টি ইলেক্ট্রন রয়েছে।

∴ Li এর গ্রুপ নম্বর হলো - 1

Be এর গ্রুপ নির্ণয়:—

Be এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস হলো,



এখানে, Be এর ইলেক্ট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ প্রবীণ কক্ষি-স্তরের s অরবিটালে 2 টি ইলেক্ট্রন রয়েছে।

∴ Be এর গ্রুপ নম্বর হলো - 2



\* ইলেক্ট্রন বিন্যাস করে মৌল চারটির পর্যায় সারণির পর্যায় নির্ণয় করা হলো :-

আমরা জানি, কোনো মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাসের সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তি স্তরের নম্বরই হলো ঐ মৌলের পর্যায় নম্বর।

এখন, উদ্দীপকে উল্লেখিত মৌল চারটি হলো :-

Li (লিথিয়াম), Be (বেরিলিয়াম), Na (সোডিয়াম) এবং Mg (ম্যাগনেসিয়াম)। এবং এদের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে - 3, 4, 11 ও 12।

এখন,  $Li(3) \rightarrow 1s^2 2s^1$

$\therefore Li$  এর পর্যায় নম্বর হলো - 2

$Be(4) \rightarrow 1s^2 2s^2$

$\therefore Be$  এর পর্যায় নম্বর হলো - 2

$Na(11) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

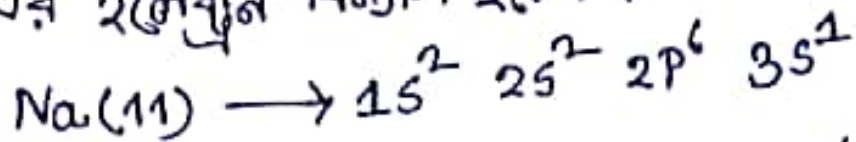
$\therefore Na$  এর পর্যায় নম্বর হলো - 3

$Mg(12) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

$\therefore Mg$  এর পর্যায় নম্বর হলো - 3

Na এর গ্রুপ নির্ণয় :-

Na এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস হলো :

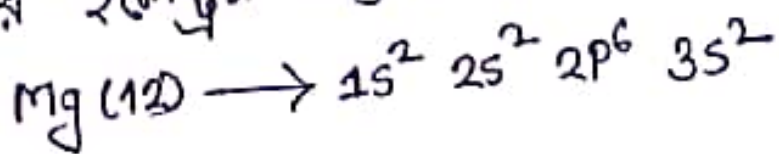


এখানে, Na এর ইলেক্ট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ প্রবীণ  
ক্ষতিস্তরের s অরবিটালে মোট 1 ইলেক্ট্রন সংখ্যা 1 টি ।

∴ Na এর গ্রুপ নম্বর হলো - 1

Mg এর গ্রুপ নির্ণয় :-

Mg এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস হলো :



এখানে, Mg এর ইলেক্ট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ প্রবীণ  
ক্ষতি স্তরের s অরবিটালে মোট 2 টি ইলেক্ট্রন রয়েছে ।

∴ Mg এর গ্রুপ নম্বর হলো - 2 .

\* পর্যায় সারণির একই পর্ষায় এবং একই গ্রুপে  
পাল্লাপাল্লি অবস্থিত মৌলের আয়োনিকরণ ক্ষমতার  
তুলনা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :-

উদাহরণে উল্লিখিত মৌল চারটি যথাক্রমে :- Li,  
Be, Na এবং Mg.

3

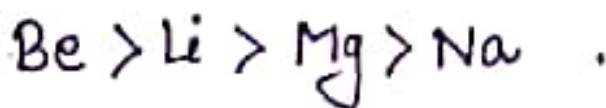


এখানে, (Li, Be) এবং (Na, Mg) জোড়ায় যথাক্রমে 2 ও 3  
 নং পর্যায়ে অবস্থিত। আবার, (Li, Na) এবং (Be, Mg)  
 জোড়া দ্বয় যথাক্রমে 1 ও 2 নং গ্রুপে অবস্থিত।

আমরা জানি,

একই পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে যত যাওয়া  
 হবে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ তত হ্রাস পাবে। আবার,  
 একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে পারমাণবিক  
 ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পাবে। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে মৌলের  
 আয়নিকরণ শক্তির মান কমে। আর পারমাণবিক  
 ব্যাসার্ধ কমে মৌলের আয়নিকরণ শক্তির মান বাড়ে।

∴ মৌল চারটির আয়নিকরণ শক্তির ক্রম হলো: —



4

\* মৌল সংশ্লিষ্ট গ্রুপ বা শ্রেণির বৈশিষ্ট্য নিচে ব্যাখ্যা  
 করা হলো: —

Li এবং Na এদের অবস্থান পর্যায় সারণির গ্রুপ 1 এ।

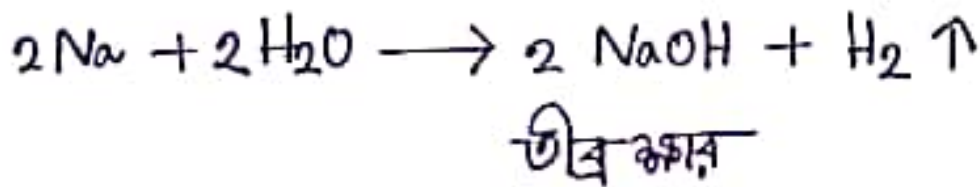
এবং Be এবং Mg এদের অবস্থান গ্রুপ 2 এ।

গ্রুপ 1 এর মৌলগুলোকে ক্ষার ধাতু এবং গ্রুপ 2 এর

মৌল জ্বলানোর ক্ষুণ্ণকার বাতু বলা হয়। ক্ষার বাতু এবং ক্ষুণ্ণকার বাতুর বৈশিষ্ট্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :—

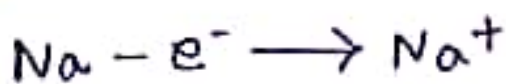
ক্ষার বাতুর বৈশিষ্ট্য :-

1. এরা পর্দায় অরতির গ্রুপ এক এর মৌল।
2. এদের মোতরী 1.
3. এরা পানির সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র ক্ষার উৎপন্ন করে।



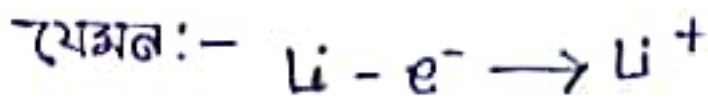
5

4. অনু গঠনের সময় এরা তাদের সর্বশেষ কক্ষপথ থেকে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় তাই এরা বাতু।



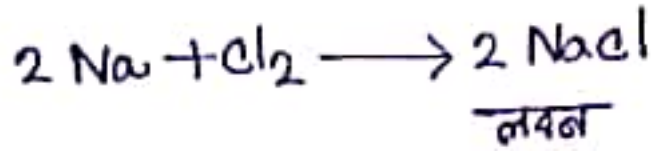
5. এদের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি বলে এদের আয়নবিপন্ন ক্ষমতা, ইলেকট্রন আকর্ষণ ক্ষমতা ও তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে কম।
6. এরা একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের বর্ণটিতে লাভ করে।





যা নিষ্ক্রিয় গ্যাস He এর মত ।

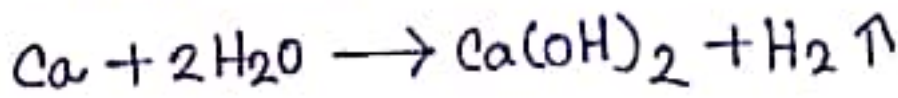
৭. এরা বিভিন্ন অবস্থার সাথে বিক্রিয়া করে লবন উৎপন্ন করে ।



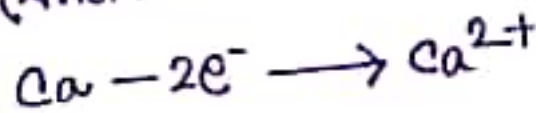
6

স্বাক্ষর বাহুর বৈশিষ্ট্য :-

1. এরা পর্যায় সারণির গ্রুপ ২ এ অবস্থান করে ।
2. এদের যোজনী ২.
3. এরা পানির সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র ক্কার উৎপন্ন করে ।

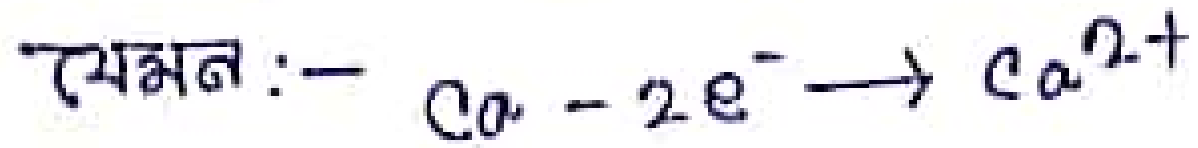


4. এরা দুইটি ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে থাকে । যেমন: -



5. এদের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ গ্রুপ এক এর মৌলগুলোর তুলনায় কম বলে এদের আয়নিকরণ ক্ষমতা, ইলেক্ট্রন আকর্ষণ ও তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান গ্রুপ ১ এর মৌলগুলোর তুলনায় বেশি ।

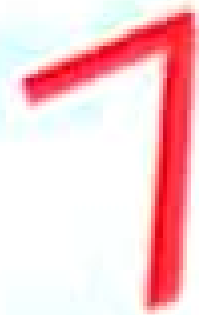
6. এরা তাদের অর্ধশেষ কক্ষপথ থেকে দুটি ইলেকট্রন  
ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করে।



যা নিষ্ক্রিয় গ্যাস Ar এর মতো

৭. এরা অক্সিজেন সাথে বিক্রিয়া করে লবন উৎপন্ন

করে। মেনন: -



UZZZay